রোকার উপদেশ নির্দেশ আমাদের মান-অপমান

নির্মল সেন [আজকের কাগজ, জানুয়ারী ৩১, ২০০৬]

বাংলাদেশ ঘুরে গেলেন দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ক্রিস্টিনা রোকা। তার কথায় কে কি উপলব্ধি করেছেন জানি না। কিন্তু আমি বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে নিজেকে অপমানিত বোধ করেছি।

আমি দীর্ঘ দিনযাবৎ লক্ষ করছি আমাদের দেশে কোনও মার্কিন কমকর্তা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের লোকজন আসলে আমরা যেন ধন্য হই। তারা যা বলে তাতে 'জ্বি হুজুর. জ্বি হুজুর, বলে সম্মতি দেই। তারাই যেন আমাদের মা.বাপ। তারই যেন আমাদের প্রভু। তাদের কথা মতো চলা এবং তাদেরকে কদমবুচি করাই যেন আমাদের ঈমানের অঙ্গ। আমি এ কথাগুলো লিখছি এই কারণে. রোকার এবারের সফরেও আমি এমন একটি অবস্থা দেখেছি। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের কোনও লোক এলেই আমাদের নেতারা যেন আগে থেকেই মাথা নিচু করে থাকেন সালাম.আদাব জানানোর জন্য। আর তারা এসেই আমাদের যা খুশি তাই বলে যান, আদেশ.নির্দেশ করেন, ধমক দেন। তাতে আমাদের কোনও নেতানেত্রীকে অপমানিত বোধ করতে দেখি না। এবারো ক্রিস্টিনা রোকা এসে তেমনই একটা দাওয়াই দিয়ে গেলেন। আমাদের সরকারি ও বিরোধীদলীয় নেতানেত্রীরা তা নতমস্তকে মেনে নিলেন। যেন তাদের কিছু বলার নেই। কিছু বলার ছিল না। কেউ তার কথার প্রেক্ষিতে টু.শব্দটিও করলেন না।

অনেকের কাছে হয়তো মনে হবে রোকাতো বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে সঠিক কথাই বলেছেন। কিন্তু তারা খেয়াল করেনি যে তার কথার মধ্যে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির অস্তিত্ব ক্ষুণ্ন হয়েছে। আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে রোকা যে গঠনমূলক কথা বলে গেছেন সেটাতো একান্তই বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। বাংলাদেশ অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হোক তা বাংলাদেশের মানুষের দাবি। গণতন্ত্রের দাবি। এ জন্য কেন ক্রিস্টিনা রোকাকে সাফাই গাইতে হবে। যে আমেরিকায়ই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় না সেই আমেরিকার দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা এসে যদি বাংলাদেশের নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথা বলে. এটা কতটা শোভা পায়? যে দেশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নামে বিশ্বের মৌলবাদকে উস্কে দেয় সেই দেশের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মুখে মৌলবাদ রুখে দাঁড়াবার কথা কতটা মানায়?

অথচ আমাদের নেতানেত্রীরা তাকে কদমবুচি করার জন্য, তার সঙ্গে হাত মেলাবার জন্যে গৌরব এবং গর্ববোধ করেন। কি দুর্ভাগ্য আমাদের। আমাদের দেশ সম্পর্কে আমাদের ভবিষ্যত ও অতীত সম্পর্কে যারা নেতিবাচক কথা বলে আসছে, যারা আমাদের হাতের পুতুল মনে করে আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারলে, তাদের মুখে গালি শুনতে পারলে যেন ধন্য হই। তাদের আদেশ নির্দেশ পালনে যেন আমরা মরিয়া হয়ে উঠি। দেশ তাতে জাহান্নামে যাক এতে কিছু যায় আসে না। সম্প্রতি বাংলাদেশ সফরে ক্রিস্টিনা রোকার দাওয়াই যেন সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো গ্রহণ করেছে। আর আমি বাসায় বসে টেলিভিশন এবং পত্রিকার খবর শুনে লজ্জিত হয়েছি। হাসিমাখা মুখে তার ধমক শুনে, আদেশ.নির্দেশ শুনে লজ্জিত হলেও আমাদের নেতানেত্রীদের মুখে খুশির মহাপ্লাবন বইতে দেখছি। এতেই যেন তারা ধন্য।

আমি ভাবতে পারি না একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে এসে আরেকটি রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা কিভাবে এমন কথা বলে? আমেরিকার মানবাধিকার দুর্নীতি নিয়ে যেখানে বিশ্বরূপী আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে সেখানে রোকার বাংলাদেশ সম্পর্কে তার উপদেশ ও দাওয়াই কতখানি শোভা পায়? নির্বাচনের আগে দু'দিনের এ সফরে তড়িঘড়ি করে সকল দলের সঙ্গে রোকার গোপন বৈঠক কিসের ইঙ্গিত বহন করে? কি চায় আমেরিকা বাংলাদেশকে নিয়ে? কোন সাহসে একটি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে অন্য দেশের লোক কথা বলতে পারে? বড় দু'দলের দু'নেত্রীর কাছে আমার আহবান আপনারা কি দাসখত দিয়েছেন জানি না। কিন্তু আপনারা এ কি শুরু করেছেন? বাংলাদেশে রোকা এসে কেন আমাদের ধমক দেবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ছবক দেবে? আপনাদের উদ্দেশ্য শুধুই কি ক্ষমতায় যাওয়া? এ ঘটনার জন্য আপনাদের কি একটুও অপমান বোধ হয় না? তাহলে কেমন দেশ ও জননেত্রী আপনারা?